তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ২

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ৩

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ৪

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ৫

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ৬

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ৭

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ৮

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ৯

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ১০

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ১১

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ১২

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ১৩

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ১৪

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ১৫

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ১৬

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ১৭

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ১৮

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ১৯

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ২০

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ২১

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ২২

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ২৩

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ২৪

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ২৫

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ২৬

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ২৭

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ২৮

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ২৯

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ৩০

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত ৩১

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত
সুধা বসু

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

তাভেরনিয়ার চোখে মোগল ভারত	সুধা বসু
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	সুধা বসু
প্রচ্ছদ	ধ্রুব এষ
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৮৭৫.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারত পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ
©	Shudha Basu
Taverniye-r Chokhe Moghal Varat *(A Travel History by)*	Shudha Basu
Cover Design	Dhruba Esh
First Pubished	February 2023
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	875.00 Tk only
ISBN	978-984-97773-9-7
E-mail	nalonda71 @gmail.com

ভূমিকা

সুপ্রাচীনকাল থেকেই যুগে যুগে ভারতবর্ষে নানা দেশ ও জাতির পর্যটক, ভ্রমণকারী ও রাষ্ট্রদূতগণের আগমন হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোনো ভেদ ছিল না এ ব্যাপারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই দেশের মানুষকেই ভারতবর্ষ সমানভাবে করেছে আকর্ষণ। বিভিন্ন বিদেশি ভ্রমণকারীদের এদেশে আগমন ও অবস্থানের কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। উদ্দেশ্যও ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁদের কেউ এসেছেন রাষ্ট্রদূত হয়ে, কেউ এসেছেন ধর্ম প্রেরণায়, কেউ বা নিছক ভ্রমণের নেশায়। আবার কেউ হয়তো এসেছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ও আদর্শে ভিন্নতা থাকলেও একটি বিষয়ে সকলের মধ্যেই দেখা দিয়েছে অদ্ভুত মিল। চিন্তা-ভাবনায় তাঁরা ছিলেন প্রায় সমগোত্রীয়। অর্থাৎ তাঁদের প্রায় সকলেই ভারতবর্ষকে ঘুরে দেখেছেন অত্যুগ্র কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে। খুঁটিয়ে দেখেছেন সবকিছু। পর্যবেক্ষণ করেছেন এখানকার রাষ্ট্র, সমাজ, জনগণের জীবনধারা ও ভৌগোলিক বিশিষ্টতাকে। অবশেষে তাঁরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় তার পূর্ণ বিবরণ করেছেন লিপিবদ্ধ। কিন্তু তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তসমূহ কেবল সেই যুগ ও কালের এক একটি কৌতূহলকর সাধারণ বর্ণনামাত্র নয়। তা ভারত ইতিহাসের অমূল্য উপাদানও বটে।

প্রাচীন যগের অবসানে এলো মধ্যযুগ। সেই মধ্যযুগের মধ্যাহ্ন লগ্নে, বিশেষতমোগল আমলে আগত এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ইউরোপীয় পর্যটকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁদের এদেশে আগমন ও তৎসংক্রান্ত অবদানের মূল্য অসামান্য। তাঁরাও তৎকালীন ভারতের প্রতিচ্ছবি অক্ষয় করে রেখেছেন তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক সাহিত্যের পাতায়। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন– স্যার টমাস রো (ইংরেজ), বার্ণিয়ে ও তাভেরনিয়ে (ফরাসি) এবং মানুচী (ইতালিয়)। এঁদের ভারত বৃত্তান্ত অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক আকরগ্রন্থ। মোগলযুগের ইতিহাস অনুসন্ধানের পক্ষে অপরিহার্য সহায়িকা।

এঁদের বর্ণিত সমস্ত ঘটনা, সব বিবরণ যে সম্পূর্ণ নিখুঁত তা নয়। সমস্ত তথ্য নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। কিন্তু তাকে আবার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও চলে না। দেশ, জাতি ও ধর্মাদর্শের ভিন্নতা ও বৈষম্যবশত হয়তো প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও তাঁরা এ-দেশের অনেক বিষয়ের প্রকৃত মর্ম-রহস্য পুরোপুরি উদ্‌ঘাটন ও উপলব্ধি করতে পারেননি। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তা অবাস্তব, অমূলক ও অসংলগ্ন প্রতিপন্ন হয়। আবার অনেক বিষয় হয়তো পরোক্ষভাবে সংগৃহীত। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেও সম্ভবত কিছু বর্ণিত হয়েছে। অনেক কিছু হয়তো আতিশয্য সহকারে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছেন। বিস্ময় বিমূঢ়তাও যে তাঁদের আচ্ছন্ন করেনি তা নয়। তাহলেও এমন অনেক বিষয় আছে যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ এবং তা উপেক্ষণীয় নয়। পরন্তু ইতিহাসের

শ্রেষ্ঠ উপাদান। একই যুগ ও সময়ে আগত বিভিন্ন ভ্রমণকারীর বিবরণসমূহকে তুলনা করলে সঠিক তথ্য ও নিখুঁত বর্ণনা আবিষ্কার কারা অনেকখানি সহজ হতে পারে।

এই জাতীয় সুবিস্তৃত একটি ভ্রমণবৃত্তান্তের রচয়িতা হলেন ফরাসি পর্যটক জীন ব্যাপটিস্ট তাভেরনিয়ে। তিনি ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন মোগল যুগে। তিনি এদেশে একবার, দুবার আসেননি। এসেছেন ছয়বার। মোগল সম্রাট শাহজাহান ও তদীয় পুত্র আওরঙ্গজেব– দুজনার শাসনকালই তাঁর ভ্রমণ যাত্রার ব্যাপ্তির মধ্যে পড়েছিল। তিনি ছিলেন সুদক্ষ একজন মণিকার। তাঁর ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা। মণিমাণিক্য ও মুক্তারাজি ক্রয়-বিক্রয়ই ছিল তাঁর পেশা। ইউরোপ থেকে দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান সব জিনিস সংগ্রহ করে তিনি প্রাচ্যদেশের পথে পাড়ি দিয়েছেন বারবার।

পারস্য সম্রাটের দরবার, মোগল বাদশাহ এবং এদেশের নবাব সুলতান ও সুবাদারগণ ছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ খদ্দের। গোলকুণ্ডা সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভেরও সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

তাভেরনিয়ে ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তবে ইহার যাথার্থ সন্দেহাতীত নয়। তাঁর পিতা গ্যাব্রিয়েলের পরিবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। শোনা যায় যে তিনি ধর্মীয় উৎপীড়নের ফলে অ্যান্টোয়ার্প ছেড়ে প্যারিসে চলে আসেন তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে। তাঁদের পরিবার ছিল প্রোটেস্টান্ট। এম. জোরেটের মতে, এঁরা মূলত ফ্রান্স থেকেই পূর্বকালে বেলজিয়মে গিয়েছিলেন।

তাভেরনিয়ে-র পিতা গ্যাব্রিয়েল ছিলেন ভূগোল বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। মানচিত্র অঙ্কনে ছিলেন তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু শিল্পী জীবনের পরিবর্তে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ব্যবসায়ীবৃত্তি। তাভেরনিয়ে-র মাতা ছিলেন সুজান তোনেলিয়ে। এঁদের তিন পুত্রের মধ্যে তাভেরনিয়ে ছিলেন দ্বিতীয়।

অতি অল্প বয়সেই তাভেরনিয়ে বিদেশ ভ্রমণের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি নিজেই লিখেছেন যে তাঁর বাইশ বছর বয়সে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করার। এরপরে তিনি ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, হাঙ্গেরি, ইতালি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে ইউরোপের প্রধান ভাষাসমূহ আয়ত্ত করেন।

তিনি সম্ভবত প্রাচ্য দেশের দিকে প্রথম যাত্রা শুরু করেন ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে। দ্বিতীয় দফায় তিনি প্রাচ্য অভিমুখী হন ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর। তখন তিনি বেশ বাড়বাড়ন্ত ব্যবসায়ী। প্রথমত কিছুদিন অ্যালেপ্পিতে কাটিয়ে আরও কয়েকটি দেশ ঘুরে পরের বছরে তিনি যান ইস্পাহানে। সেখানে তিনি শাহ আব্বাসের পৌত্র শাহ সাভাবির সঙ্গে দেখা করেন।

খুব সম্ভবত তিনি প্রথম হিন্দুস্থানে (ভারত) আসেন ১৬৪১ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম ভাগে। জলপথে কি স্থলপথে এসেছিলেন এবং কোন তারিখে এসে পৌঁছান তা সঠিক জানা যায়নি। কিন্তু এম. জোরেট বলেছেন যে তাভেরনিয়ে

প্রথমে ঢাকায় আসেন ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৬৪০-৪১ এর শীতকাল তিনি কাটান আগ্রাতে। সেই সময় তিনি শাহজাহানকে শান্তিতে রাজত্ব করতে দেখেছিলেন। সেই যাত্রায়ই তিনি গোয়া যান। গোয়া থেকে গিয়েছিলেন গোলকুণ্ডা ও স্বর্ণখনি অঞ্চলে। সেখান থেকে সম্ভবত আমেদাবাদে যান জাহাজ ধরার জন্য। সেবারে তিনি ভারত ত্যাগ করেন ১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ভাগে কি ১৬৪৩-এর গোড়াতে।

প্রাচ্য অভিমুখে তাঁর তৃতীয় যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখ। তিনি প্রথমে যান আলেকজান্দ্রিয়াতে। তারপর ১৬৪৪-এর ৬ মার্চ তিনি অ্যালেপ্পি ছেড়ে যাত্রা করেন দুজন কাপুসীন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে। নানা জায়গা ঘুরে তিনি সুরাটে এসে পৌঁছান ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। সে যাত্রায় ভারত ভ্রমণ অন্তে তিনি বাটাভিয়া হয়ে চলে যান হল্যান্ডে। ওখান থেকে স্বদেশে ফিরে যান ১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দে।

তাভেরনিয়ে চতুর্থ যাত্রায় পদক্ষেপ করেন দুবছর পরে অর্থাৎ ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে। সেবারেও তিনি পারস্য হয়ে ভারতে আসেন। বন্দর-আব্বাস থেকে গোলকুণ্ডা সুলতানের মসলিপত্তনগামী একটি জাহাজে করেই তিনি এদেশে পৌঁছান। সেই যাত্রায়ই তিনি মীরজুমলার সঙ্গে বিশেষ আলাপ-পরিচয় করার সুযোগ পান।

তিনি পঞ্চম যাত্রায় বের হন ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে। উক্ত যাত্রায়ই শায়েস্তা খানের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলে ছাড়পত্র ইত্যাদি ব্যাপারে।

১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে তাভেরনিয়ে বিবাহ করেন মাদেলিন গোইসে নামের এক মহিলাকে। তিনিও ছিলেন জনৈক মণিকারের কন্যা।

বিবাহের অল্পদিন পরেই তিনি ষষ্ঠ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে যান তিনি পারস্যাধিপতি দ্বিতীয় শাহ আব্বাসের দরবারে। সেখানে কিছু মণি-রত্ন বিক্রয় করেন। অতঃপর তিনি ইস্পাহান থেকে চলে আসেন ভারতবর্ষে। ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৫ মে তিনি সুরাটে পৌঁছান। তাঁর সেই ভ্রমণ যাত্রা এবং শেষ যাত্রী স্থায়ী হয়েছিল পাঁচ বছর। এই দফার তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছেও কিছু মণি-রত্ন বিক্রি করার সুযোগ পান। জাফরখানও কিছু ক্রয় করেছিলেন।

এই সূত্রে তিনি জাহানাবাদে ছিলেন দুমাস। তাঁর বিদায়কাল আসন্ন হতে আওরঙ্গজেব তাঁকে সাংসারিক বিরাট উৎসব পর্বে যোগদানের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। ফেরার পথে তিনি আবার ইস্পাহানে কয়েকমাস কাটিয়ে যান। ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কনস্টান্টিনোপল-এ পৌঁছান। ঐ বছরেরই শেষভাবে তিনি প্যারিসে ফিরে যান। দেশে ফিরে তিনি ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সঙ্গে দেখা করেন। সম্রাটের কাছে কিছু হীরক ও অন্যান্য মূল্যবান মণি-রত্ন বিক্রয় করারও সুযোগ হয়েছিল তাঁর। সম্রাট তাঁর ভ্রমণ কৃতিত্ব দেখে ও বিভিন্ন যাত্রার বিবরণাদি শুনে তাঁকে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত করেন এবং তাঁকে সম্মানসূচক বিশিষ্ট একটি উচ্চতর উপাধি মণ্ডিত করে সম্মানিত করেন।

১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, এরূপ জানা যায়। কিন্তু তারপরে তাঁর সম্বন্ধে কোথাও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু শোনা যায় যে তিনি ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোনো একদিন পরলোকগমন করেন?। তাঁর ভ্রমণ যাত্রাসমূহের এইবিবরণ "Six Voyages" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে। ভ্রমণবৃত্তান্তটি তিনি স্বহস্তে লেখেননি। জনৈক ফরাসি প্রোটেস্টান্ট, নাম স্যামুয়েল কাপুজীন তাভেরনিয়ে-এর মুখে শুনে শুনে তা লিপিবদ্ধ করেন।

ফরাসি পর্যটক বার্ণিয়ের সঙ্গেও তাঁর ভারতবর্ষে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল। দুজনে একত্রেও কোনো কোনো জায়গা ভ্রমণ করেছেন। বার্ণিয়ে অবশ্য তাভেরনিয়ের কয়েকটি যাত্রার পরে ভারতে আসেন।

অন্যান্য ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে তাভেরনিয়ের বিবরণ কিছু স্বতন্ত্র ও বিশিষ্টতা মণ্ডিত। আর এর ভালো-মন্দ দুদিকই আছে। তাভেরনিয়ের বৃত্তান্তে মধ্যযুগীয় বিশেষত মোগল যুগের ভারতবর্ষ ও এশিয়া খণ্ডের আরও অনেক স্থানের ভৌগোলিক পরিবেশ, দেশ-দেশান্তরের নামধাম, অবস্থান ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির কথা বিবৃত হয়েছে বিশদভাবে। ভারতবর্ষের শহর, গ্রাম, রাস্তাঘাট, নদনদী ও জনজীবনের বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।

তাঁর বর্ণনায় এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রা, শুল্কনীতি, বিনিময় প্রথা, পরিবহণ ব্যবস্থা, সামাজিক আচার-পদ্ধতি কিছুই বাদ পড়েনি। মোগল শাসননীতি, দরবার, সম্রাটের কর্মধারা, নবাব সুলতান ও সুবাদারগণের ক্রিয়াকলাপ, প্রাসাদ-দরবারের সম্রাটের কর্মধারা, নবাব সুলতান ও সুবাদারগণের ক্রিয়াকলাপ, প্রাসাদ-দরবারের বিচিত্ররূপ, এমনকি রাজপরিবারের খুঁটিনাটি বিষয় তিনি বর্ণনা করেছেন বিস্তৃতভাবে।

কিন্তু সাধারণ জনসমাজ এবং ধর্মীয় ব্যাপারে, বিশেষত হিন্দুধর্ম ও মন্দিরাদির বর্ণনা-ব্যাখ্যানে তিনি কিছু অতিরঞ্জন ও অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন তৃতীয় খণ্ডে রামায়ণের কাহিনি শুদ্ধ সত্য নয়, নানাভাবে ত্রুটিপূর্ণ। সম্ভবত বর্ণনাবৃত্তান্ত লেখার দিন পর্যন্ত সে বিবরণ স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেননি।

পুরীর মন্দিরের অবস্থান নির্ভুল নয়। বারাণসীর মন্দির সম্বন্ধীয় তথ্যাদিও নির্ভরশীল নয়। মন্দির ও দেব-দেবীর মূর্তির নাম সঠিক লিপিবদ্ধ হয়নি। দেবমূর্তিরূপী রহস্য তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁর উক্তিও অনভিজ্ঞতাজনিত এবং উপলব্ধিহীন অসার (৩য় ভাগ)।

ভুটান রাজ্য সম্বন্ধীয় বিবরণ পরোক্ষভাবে সংগৃহীত। সুতরাং সব তথ্য সমকালীন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ও সত্য বিবরণ কিনা তা জোর করে বলা যায় না। 'তিপরা' নামে যে রাজ্যটির কথা তিনি বলেছেন তার অবস্থান অস্পষ্ট। বর্তমান তিব্বত কিংবা ত্রিপুরা (ইংটিপেরা) রাজ্যের সঙ্গেও কোনো মিল—ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দিকে নেই।

মোগল পরিবার ও প্রাসাদের অভ্যন্তর সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা মনে হয় পরোক্ষভাবে সংগৃহীত। বাস্তব সত্যের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব হয়েছে প্রতিফলিত। তবে প্রাসাদের বহির্ভাগ, দরবার, মণি-মুক্তা, ধনসম্পদ,

জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও উৎসবপর্ব সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাকে অবাস্তব মনে করার অবকাশ কম। কারণ তা বিদেশি পর্যটকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও আওতার মধ্যেই ছিল।

তাভেরনিয়ে কেবল মোগল সম্রাট, দরবার ও রাজধানীর প্রতিই আকর্ষণ প্রকাশ করেননি। সমগ্র ভারতের প্রায় সব অঞ্চল, বিশেষত নবাব সুলতানের কর্মক্ষেত্র, বাণিজ্যক্ষেত্র, বন্দর-বাজার সর্বত্র বিচরণ করেছেন এবং তা বারংবার; তবে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলই তাঁর ভ্রমণের অনেকখানি অংশ জুড়েছিল। গুজরাট, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, সুরাট, গোয়া, কোচিন, মসলিপত্তন, বুরহানপুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করেছেন তিনি সর্বাধিক। উত্তর ভারতে আগ্রা ও জাহানাবাদ তো মুখ্য কেন্দ্র হিসেবে তাঁকে টেনেছেঅবিরত। বাংলাদেশেও তাঁর আগমন হয়েছিল। সে বর্ণনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। ভারত ভ্রমণ প্রসঙ্গে তিনি এশিয়ার অন্যান্য স্থানের বিশেষত পারস্য দেশের বর্ণনাও দিয়েছেন। আর তাতে অনেক কৌতূহলকর ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

তাঁর এই ভ্রমণকাহিনির মুখ্য বিশিষ্টতা হলো– সরল অকপট বর্ণনা ও প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়কে বিশদভাবে বর্ণনা করার দিকে ঝোঁক। কেবল রাজা-মহারাজা, নবাব-সুলতান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই নয়, গ্রামীণ জীবন, রাস্তাঘাট, পশু-পাখি, সাধারণ মানুষের জীবনধারা, চিন্তাভাবনা সবকিছুকে স্থান দিয়েছেন সমানভাবে। কোনো কোনো ঘটনাও বিষয়কে হয়তো অবাস্তব ও আতিশয্যময় মনে হবে। কিন্তু আরও এমন সব বর্ণনা আছে যা গল্প-উপন্যাসের মতোই রমণীয় ও আকর্ষক।

তাভেরনিয়ের ভ্রমণকাহিনির ইংরেজি সংস্করণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো Dr. V. Ball-কৃত সংস্করণটি (Dr. V. Ball: Tavernier's Travels)। এই বঙ্গানুবাদ Dr. Ball-এর সংস্করণেরই পূর্ণাঙ্গ অনূদিত রূপ। অধিকন্তু ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ইংরেজি বঙ্গবাসী সংস্করণকেও আলোচনা করে এই অনুবাদ হয়েছে সম্পন্ন। এতে মূল গ্রন্থে বিধৃত কিছু সংখ্যক স্থানের মধ্যে দূরত্ব ব্যতীত আর কোনো অংশ বর্জিত হয়নি। সব বিষয়ই পূর্ণাঙ্গরূপে স্থান পেয়েছে।

বাংলা ভাষাভাষী ইতিহাসবিদ, মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাসের অনুরাগী পাঠক ছাত্র-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাছে এই বঙ্গানুবাদ সার্থক প্রতিপন্ন হলে ও সমাদর লাভ করলে অনুবাদের দুরূহ কর্তব্য ও শ্রমসাধনা সফল বিবেচিত হবে।

যাঁর নির্দেশে ও উৎসাহে এই অনুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছিলাম, আজ পুস্তকখানি প্রকাশনার প্রাক্কালে সেই উৎসাহদাতা প্ররম শ্রদ্ধেয় আচার্য ও. সি. গাঙ্গুলী মহাশয়কে শ্রদ্ধা-প্রণাম নিবেদন করি।

সুধা বসু

কলকাতা
নভেম্বর, ১৯৭২

বিষয়সূচি

প্রথম ভাগ

অধ্যায়– এক
ইস্পাহান থেকে আগ্রা যাওয়ার রাস্তা; আগ্রা থেকে দিল্লি এবং জাহানাবাদ। সেখানে বর্তমানে মহিমান্বিত মোগলরা বাস করছেন। অবশেষে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদের দরবারে যাত্রা এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াতের পথ ও পন্থার বর্ণনা # ১৭

অধ্যায়– দুই
ভারতীয়দের শুল্কনীতি, টাকাকড়ি, বিনিময় প্রথা, জিনিসপত্রের ওজন, মাপ পরিমাপ # ১৯

অধ্যায়– তিন
ভারতীয়দের যানবাহন ও এদেশে ভ্রমণ-রীতি # ৩৭

অধ্যায়– চার
সুরাট থেকে বুরহানপুর ও সিরোঞ্জ হয়ে আগ্রার রাস্তা # ৪২

অধ্যায়– পাঁচ
আমেদাবাদের মধ্য দিয়ে সুরাট থেকে আগ্রার রাস্তা # ৫১

অধ্যায়– ছয়
কান্দাহারের রাস্তা ধরে ইস্পাহান থেকে আগ্রা # ৬৩

অধ্যায়– সাত
দিল্লি থেকে আগ্রার সেই রাস্তাটিরই আরও বিবরণ # ৭০

অধ্যায়– আট
আগ্রা থেকে পাটনা ও বাংলা প্রদেশের ঢাকা যাত্রা। সম্রাটের মাতুল শায়েস্তাখানের সঙ্গে গ্রন্থকারের বিবাদবিসংবাদ # ৭৬

অধ্যায়– নয়
সুরাট থেকে গোলকুণ্ডার রাস্তা # ৯২

অধ্যায়– দশ
গোলকুণ্ডা রাজ্য ও বিগত কয়েক বছরে যেসকল যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে ওখানে তার বিবরণ # ৯৬

অধ্যায়–এগারো
গোলকুণ্ডা থেকে মসলিপত্তনের রাস্তা # ১০৮

অধ্যায়–বারো
সুরাট থেকে গোলকুণ্ডার রাস্তা এবং বিজাপুর হয়ে গোয়া এবং গোলকুণ্ডা # ১০৯

অধ্যায়– তেরো
গোয়া শহরের অবস্থা পর্যালোচনা # ১১৪

অধ্যায়– চৌদ্দ
১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে শেষবার গোয়া ভ্রমণকালের অভিজ্ঞতা # ১২২

অধ্যায়–পনেরো
ফাদার ইফ্রেমের কথা এবং আকস্মিকভাবে তিনি কী প্রকারে ধর্ম সম্পর্কিত বিচারালয়ে অভিযুক্ত হন # ১৩৫

অধ্যায়– ষোলো
কোচিনের মধ্য দিয়ে গোয়া থেকে মসলিপত্তনের রাস্তা। ওলন্দাজগণ কর্তৃক কোচিন অধিকারের বিবরণ # ১৪০

অধ্যায়– সতেরো

সমুদ্রপথে অর্মাস থেকে মসলিপত্তন # ১৪৫

অধ্যায়– আঠারো
মসলিপত্তন থেকে কর্ণাটকের একটি শহর ও সৈন্যাবাস এবং গান্ধীকোটা পর্যন্ত রাস্তা। মীরজুমলা ও গ্রন্থকারের মধ্যে আদান-প্রদান। হাতি সম্বন্ধে আলোচনা # ১৪৭

অধ্যায়– উনিশ
গান্ধীকোটা থেকে গোলকুণ্ডার রাস্তা # ১৬৫

অধ্যায়– কুড়ি
সুরাট থেকে অর্মাসে প্রত্যাবর্তন। ভীষণ একটি নৌযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং কোনো প্রকারে দুর্ঘটনা থেকে আত্মরক্ষা # ১৭২

দ্বিতীয় ভাগ

অধ্যায়– এক
হিন্দুস্থানে সংঘটিত শেষ যুদ্ধের বিবরণ।
এই যুদ্ধের ফলে মোগল সাম্রাজ্য ও দরবারের অবস্থা # ১৮১

অধ্যায়– দুই
ভারত সম্রাট শাহজাহানের পীড়া ও অনুমিত মৃত্যু। তাঁর পুত্রগণের বিদ্রোহ # ১৮৩

অধ্যায়– তিন
শাহজাহানের বন্দিদশা, পিতার প্রতি আওরঙ্গজেবের শাস্তিবিধান # ১৮৮

অধ্যায়– চার
দারাশাহের সিন্ধু ও গুজরাটে পলায়ন।
তাঁর সঙ্গে আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ; তাঁর বন্দিদশা ও মৃত্যু # ১৯৫

অধ্যায়– পাঁচ
আওরঙ্গজেব কী প্রকারে সিংহাসন লাভ করে সম্রাট হন। সুলতান সুজার পলায়ন # ২০০

অধ্যায়– ছয়
আওরঙ্গজেব তনয় সুলতান মহম্মদ ও দারাশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শিকোর বন্দিদশা # ২০৩

অধ্যায়– সাত
আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম পর্যায়। তাঁর পিতা শাহজাহানের পরলোকগমন # ২১০

অধ্যায়– আট
মহান মোগল সম্রাটের ওজন গ্রহণের পুণ্যপর্ব ও তার আয়োজন
রাজসিংহাসন ও দরবারের ঐশ্বর্য মহিমা # ২১৪

অধ্যায়– নয়
মহান মোগল সম্রাটের দরবার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ # ২১৯

অধ্যায়– দশ
মহান মোগল সম্রাট কর্তৃক গ্রন্থকারকে তাঁর সমস্ত মণি-রত্ন প্রদর্শনের হুকুম প্রদান # ২২২

অধ্যায়–এগারো
শায়েস্তা খান গ্রন্থকারকে যে নিষ্ক্রমণপত্র দান করেন তার চুক্তিসমূহ। চিঠিপত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তর। চিঠিপত্রে দেশীয় রীতিনীতির প্রতিফলন # ২২৬

অধ্যায়–বারো
বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের উৎপন্ন জিনিসপত্র
গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য # ২৩১

অধ্যায়– তেরো
কারিগরগণ কত প্রকারে প্রতারণা করতে পারেন
শ্রমিক, দালাল অথবা ক্রেতাদের ধূর্ততা ও বঞ্চনারীতি # ২৪৪
অধ্যায়– চৌদ্দ
ইস্ট ইন্ডিয়াতে নতুন ব্যবসায়ী কোম্পানি গঠনের রীতি-পদ্ধতি # ২৪৮
অধ্যায়–পনেরো
হীরকের বিবরণ, হীরক সমন্বিত নদী ও খনি
গ্রন্থকারের রমলকোটার হীরক খনিতে ভ্রমণ # ২৬০
অধ্যায়– ষোলো
গ্রন্থকারের অন্যান্য খনিতে ভ্রমণ ও হীরক অনুসন্ধান রীতি-পদ্ধতি # ২৭১
অধ্যায়–সতেরো
গ্রন্থকারের হীরক খনি ভ্রমণের ধারা # ২৭৫
অধ্যায়– আঠেরো
খনিতে হীরক ওজন করার পদ্ধতি। প্রচলিত বিভিন্ন রকমের সোনা ও রুপা
ভ্রমণের রাস্তাঘাট। হীরার মূল্য নির্ধারণের রীতিনীতি # ২৭৮
অধ্যায়– উনিশ
রঙিন পাথর ও তার আকার # ২৮২
অধ্যায়– কুড়ি
মুক্তার কথা এবং তা কোথায় উৎপন্ন হয় # ২৮৬
অধ্যায়– একুশ
শুক্তি মধ্যে মুক্তা সৃষ্টির রহস্য। মুক্তা সংগ্রহের সময় ও রীতি-পদ্ধতি # ২৯০
অধ্যায়– বাইশ
বৃহত্তম ও সুন্দরতম হীরা ও রুবি যা গ্রন্থকার এশিয়া ও ইউরোপে দেখেছেন তার বিবরণ। ভারতে শেষ যাত্রা সম্পন্ন করে গ্রন্থকার স্বদেশের রাজাকে যেসকল বৃহৎ রত্ন বিক্রি করেছেন তার আলোচনা। চমৎকার একটি তোপাজ ও পৃথিবীর বৃহত্তম মুক্তার কথা। # ২৯৪
অধ্যায়– তেইশ
প্রবাল ও হলদে রঙের তৈর স্ফটিক এবং তার প্রাপ্তিস্থল # ২৯৮
অধ্যায়– চব্বিশ
কস্তুরী, বেজোয়ার ও অন্যান্য রোগ নিরামক প্রস্তরাদি # ৩০৪
অধ্যায়– পঁচিশ
এশিয়া ও আফ্রিকার যেসকল স্থানে সোনা উৎপন্ন হয় # ৩১১
অধ্যায়– ছাব্বিশ
গোমরুণ ছেড়ে সুরাট অভিমুখে যাত্রাকালে একটি বিশ্বাস ভঙ্গের ঘটনা # ৩১৪

তৃতীয় ভাগ
অধ্যায়– এক
ইস্ট ইন্ডিজে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস # ৩২৩
অধ্যায়– দুই
ইস্ট ইন্ডিজের ফকির বা মুসলমান ভিক্ষাজীবীদের প্রসঙ্গ # ৩২৪

অধ্যায়– তিন
ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা # ৩২৬
অধ্যায়– চার
এশিয়ার পৌত্তলিক রাজা-মহারাজাদের কথা # ৩২৯
অধ্যায়– পাঁচ
দেব-দেবী সম্বন্দে হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস # ৩৩১
অধ্যায়– ছয়
ভারতের পেশাদার ফকির-সন্ন্যাসী ও তাঁদের কৃচ্ছ্রসাধনের কথা # ৩৩৪
অধ্যায়– সাত
মৃত্যুর পরে মানবাত্মার অবস্থা সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা ও বিশ্বাস # ৩৩৮
অধ্যায়– আট
মৃতদেহ সৎকার সম্পর্কে হিন্দুসমাজের রীতি-পদ্ধতি # ৩৪০
অধ্যায়–নয়
ভারতবর্ষে মৃত স্বামীর চিতাগ্নিতে নারীরা কী প্রকারে আত্মাহুতি দান করেন # ৩৪১
অধ্যায়– দশ
সতীদাহের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা # ৩৪৫
অধ্যায়–এগারো
ভারতবর্ষে হিন্দুদের মুখ্যতম ও প্রসিদ্ধতম মন্দিরাদি # ৩৫০
অধ্যায়–বারো
ভারতীয় হিন্দুদের মুখ্য মন্দিরসমূহের আরও কয়েকটি # ৩৫৯
অধ্যায়– তেরো
হিন্দুমন্দিরে তীর্থযাত্রার রীতি-পদ্ধতি # ৩৬১
অধ্যায়– চৌদ্দ
ভারতীয় হিন্দুদের বিভিন্ন আচরণ পদ্ধতি # ৩৬২
অধ্যায়–পনেরো
ভুটান রাজ্যের কথা : এই দেশ থেকেই কস্তুরী মৃগনাভি, রেউ চিনি ও পশম আমদানি হয় # ৩৬৯
অধ্যায়– ষোলো
তপুরা (ত্রিপুরা) রাজ্য # ৩৭৭
অধ্যায়– সতেরো
আসাম রাজ্য # ৩৭৯
অধ্যায়–আঠারো
শ্যাম দেশের কথা # ৩৮৩
অধ্যায়– উনিশ
মাক্কাসার রাজ্য ও চীনদেশে ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূত # ৩৮৯
অধ্যায়– কুড়ি
গ্রন্থকারের প্রাণচঞ্চল ভ্রমণ, ভেনগারলাতে বাটাভিয়ার জন্য জাহাজে আরোহণ, সমুদ্রে বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন এবং সিংহল দ্বীপে গমন # ৩৯৫
অধ্যায়– একুশ

গ্রন্থকারের সিংহল ত্যাগ ও বাটাভিয়াতে গমন # ৪০০

অধ্যায়– বাইশ

গ্রন্থকারের বন্‌তমের রাজার সঙ্গে ও নানা দুঃসাহসিক কাজের বিবরণী # ৪০০

অধ্যায়– তেইশ

গ্রন্থকারের বাটাভিয়াতে প্রত্যাবর্তন। বনতমের রাজার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ। মক্কা প্রত্যাগত কিছু সংখ্যাক ফকিরের অসদাচরণের বিবরণ # ৪০৫

অধ্যায়– চব্বিশ

জাভার সম্রাটের সঙ্গে ওলন্দাজদের যুদ্ধ-সংগ্রাম # ৪০৮

অধ্যায়– পঁচিশ

বাটাভিয়াতে গ্রন্থকারের ভ্রাতার মৃত্যু ও তাঁকে সমাধিদান। জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলে নতুন গোলযোগ # ৪১০

অধ্যায়– ছাব্বিশ

ইউরোপে প্রত্যাবর্তনের জন্য গ্রন্থকারের ওলন্দাজ জাহাজে আরোহণ # ৪১২

অধ্যায়– সাতাশ

ওলন্দাজ নৌবহরের সেন্ট হেলেনাতে আগমন। দ্বীপটির বিবরণ # ৪১৭

অধ্যায়– আটাশ

ওলন্দাজ জাহাজের সেন্ট হেলেনা পরিত্যাগ এবং
সুখ-সমৃদ্ধি সহকারে হল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন # ৪১৯